ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৬৪
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس

تأليف: محمد صالح المنجد

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি.
মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Vul Songsodhone Nababee Paddhati by **Muhammad Saleh Al-Munajjid**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৬
ভূমিকা	০৭
ভুল সংশোধনকালে যেসব সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন	১৫
শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজটি করা	১৫
ভুল করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়	১৭
কোন কিছু ভুল আখ্যায়িত করা শারঈ দলীলের ভিত্তিতে হ'তে হবে, যার পেছনে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে। অজ্ঞতা কিংবা অবাস্তব জোড়াতালি দেওয়া কথার ভিত্তিতে তা হবে না	১৮
ভুল যত বড় হবে, সংশোধনে তত বেশী জোর দিতে হবে	১৯
ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান মূল্যায়ন	২২
জেনে-বুঝে ভুলকারী ও না জেনে-বুঝে ভুলকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ	২৯
মুজতাহিদের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা ও অপারগতাজনিত ভুলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ	৩১
ভুল পন্থায় ভাল কাজ সম্পাদনকারীকে বাধা দানে নিষেধ নেই	৩৩
ন্যায়বিচার করা, ভুলভ্রান্তি থেকে সতর্কীকরণে কোন পক্ষপাতিত্ব না করা	৩৫
ভুল শুধরাতে গিয়ে ঘটিতব্য বড় ভুল থেকে সাবধান হওয়া	৩৭
যে ধরনের স্বভাব-চরিত্র থেকে ভুল হয় তা অনুধাবন করা	৩৮
শারঈ বিষয়ে ভুল করা এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে ভুল করার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ	৪০
আরো কিছু বিষয়, যা ভুল-ভ্রান্তি মুকাবিলায় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক	৪১

Contents

	মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত পদ্ধতি	৪৭
১.	ভুল সংশোধনে দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ এবং শিথিলতা না করা	৪৭
২.	বিধান বর্ণনার মাধ্যমে ভুলের প্রতিকার	৪৭
৩.	ভুলকারীদের শরী'আতের দিকে ফিরিয়ে আনা এবং যে মূলনীতির তারা খেলাফ করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া	৪৮
৪.	ধারণায় ত্রুটির কারণে যে ভুল ধরা পড়ে সেখানে ধারণার সংশোধন	৪৯
৫.	উপদেশ ও পুনঃপুনঃ ভয় দেখানোর মাধ্যমে ভুলের প্রতিকার	৫৪
৬.	ভুল-ভ্রান্তিকারীর উপর দয়া-মমতা প্রকাশ করা	৫৬
৭.	ভুল ধরায় তাড়াহুড়ো না করা	৫৯
৮.	ভুলকারীর সঙ্গে শান্তশিষ্ট আচরণ	৬২
৯.	ভুলের ভয়াবহতা বর্ণনা করা	৬৬
১০.	ভুলের মাশুল বা খেসারত বর্ণনা করা	৬৮
১১.	ভুলকারীকে হাতে কলমে বা ব্যবহারিকভাবে শিক্ষাদান	৭৩
১২.	সঠিক বিকল্প তুলে ধরা	৭৪
১৩.	ভুল করা থেকে বিরত থাকার উপায় বলে দেওয়া	৭৮
১৪.	সরাসরি ভুলকারীর নাম না বলে আমভাবে বলা	৮০
১৫.	জনসাধারণকে ভুলকারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা	৮৩
১৬.	ভুলকারীর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা	৮৪
১৭.	ভুল কাজ বন্ধ করতে বলা	৮৭
১৮.	ভুলকারীকে তার ভুল সংশোধন করতে বলার নির্দেশ দেওয়া	৮৮
	(ক) ভুলকারীর দৃষ্টি তার ভুলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজেই তার ভুল শুধরে নিতে পারে	৮৮
	(খ) সম্ভব হ'লে কাজটিকে পুনরায় সঠিক পদ্ধতিতে করতে বলা	৮৮
	(গ) কাজের অনিয়মতান্ত্রিক ধারাকে যথাসম্ভব নিয়মতান্ত্রিক করতে বলা	৯১
	(ঘ) ভুলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সংশোধন	৯১
	(ঙ) ভুলের কাফফারা প্রদান	৯২
১৯.	কেবল ভুলের ক্ষেত্রটুকু বর্জন এবং বাকীটুকু গ্রহণ	৯২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২০. পাওনাদারের পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভুলকারীর মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা ৯৪
২১. দ্বিপক্ষীয় ভুলের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে উভয়ের ভুল সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা ৯৮
২২. ভুলকারীকে যার বিরুদ্ধে সে ভুল করেছে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলা ৯৯
২৩. ভুলকারীকে যার বিরুদ্ধে সে ভুল করেছে তার মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে সে লজ্জিত হয় এবং ওযরখাহী করে ১০০
২৪. উত্তেজনা প্রশমনে হস্তক্ষেপ এবং ভুলকারীদের মধ্য থেকে ফেৎনার মূলোৎপাটন ১০২
২৫. ভুলের জন্য ক্রোধ প্রকাশ ১০৩
২৬. ভুলকারী থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং এই আশায় বিতর্ক পরিহার করা যে, সে সঠিক পথে ফিরে আসবে ১১১
২৭. ভুলকারীকে তিরষ্কার করা ১১২
২৮. ভুলকারীকে কটু কথা বলা ১১৩
২৯. ভুলকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ১১৪
৩০. ভুলকারীকে বয়কট করা ১১৭
৩১. ঘাড়তেড়া ভুলকারীর বিরুদ্ধে বদদো‘আ ১২০
৩২. ভুলকারীর প্রতি করুণাবশত কিছু ভুল ধরা এবং কিছু ভুল উপেক্ষা করা, যাতে ইশারা-ইঙ্গিতে পুরো ভুলটা উপলব্ধিতে আসে ১২১
৩৩. মুসলিমকে তার ভুল সংশোধনে সহযোগিতা করা ১২২
৩৪. ভুলকারীর সাথে সাক্ষাৎ এবং আলোচনার জন্য তার সাথে বৈঠক ১২৩
৩৫. ভুলকারীর মুখের উপর তার অবস্থা ও ভুলের কথা বলে দেওয়া ১২৬
৩৬. ভুলকারীকে জেরা করা ১২৮
৩৭. ভুলকারীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তার খোঁড়া অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় ১২৯
৩৮. মানুষের মেযাজ ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা ১৩২
উপসংহার ১৩৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ)* রচিত الأساليب النبويــــة في التعامل مع أخطاء الناس -এর বঙ্গানুবাদ 'ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি' বইটি সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ ধারাবাহিকভাবে ৯ কিস্তিতে *(জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০১৬)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকে সম্মানিত লেখক মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রামাণ্য দলীল-প্রমাণসহ সংক্ষেপে সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

ভুল-ত্রুটি মানুষের স্বভাবজাত। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী সেই, যে তওবা করে *(তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১)*। ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত মানুষের ভুল সংশোধন করে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী الـــدِّينُ النَّـــصِيحَةُ 'কল্যাণ কামনাই দ্বীন' এর মধ্যে ভুল সংশোধন অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে নছীহত করা এবং তার ভুল সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। সুতরাং আমরা সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা কার্যকর ফল বয়ে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভুল শুধরানোর উপলব্ধি জাগ্রত হৌক আমরা সেটাই আশা করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সম্মানিত লেখক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

ভূমিকা

সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, দয়াময়, করুণাময়, বিচার দিবসের মালিক, পূর্বাপর সকলের মা'বূদ, আসমান-যমীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী মহান আল্লাহ্র সকল প্রশংসা। তাঁর বিশ্বস্ত নবী যিনি সৃষ্টিকুলের মহান শিক্ষক এবং জগদ্বাসীর জন্য রহমত রূপে প্রেরিত তাঁর উপর ছালাত ও সালাম।

মানুষকে শিক্ষাদানের কাজ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এর উপকারিতা সুদূরপ্রসারী এবং কল্যাণ সর্বব্যাপী। নবী-রাসূলগণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে বিদ্যার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা প্রচারক ও প্রশিক্ষকদের জন্য তারই একটি অংশ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ– 'আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশবাসী, যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে যারা কল্যাণকর জিনিস শিক্ষা দেয় তাদের জন্য দো'আ করে থাকে'।[১]

তা'লীম বা শিক্ষণ কার্যক্রমের অনেক পদ্ধতি ও প্রকার রয়েছে। তার মাধ্যম ও পন্থাও বহু। তন্মধ্যে ভুল সংশোধন অন্যতম। সংশোধন শিক্ষণেরই একটি অংশ। আসলে শিক্ষণ-শিখন আর ভুল সংশোধন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মত নয়।

দ্বীনের মাঝে নছীহত বা কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই ফরযেরই একটি বিষয় মানুষের ভুল সংশোধন করা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর সাথে ভুল সংশোধনের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট। অবশ্য এটাও লক্ষণীয় যে, ভুলের গণ্ডি নিষিদ্ধ বা অন্যায়ের গণ্ডি থেকে অনেক প্রশস্ত। কেননা ভুল কখনো নিষিদ্ধের আওতায় পড়তে পারে আবার কখনো তার বাইরেও হ'তে পারে।

---

১. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, ভুল শুধরিয়ে সঠিক পন্থা প্রদর্শন মহান আল্লাহ্র অহি-র বিধান ও কুরআনী রীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, স্বীকৃতি দান, অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং ভুল সংশোধনের মত বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হ'ত। এমনকি নবী করীম (ছাঃ) থেকেও যে সামান্য ত্রুটি ঘটেছে সে সম্পর্কেও ভর্ৎসনা করে এবং আগামীতে এমনটা যেন না ঘটে সে সম্পর্কে সতর্ক করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى، أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى-

'ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে। তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর সে উপদেশ তার উপকারে আসত। অথচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। অথচ ঐ ব্যক্তি পরিশুদ্ধ না হ'লে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়ে এল, এমন অবস্থায় যে সে (আল্লাহকে) ভয় করে, অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে' *(আবাসা ৮০/১-১০)*।

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ-

'যেই লোকটার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে যখন তুমি বলছিলে, তোমার স্ত্রীকে তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। অথচ এ ব্যাপারে তুমি তোমার মনের মাঝে এমন একটা বিষয় লুকাচ্ছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, তুমি এক্ষেত্রে মানুষের ভয় করছ, অথচ আল্লাহ তা'আলাই তোমার ভয় করার বেশী উপযুক্ত' *(আহযাব ৩৩/৩৭)*।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

‘কোন নবীর পক্ষে বন্দীদের আটকে রাখা শোভা পায় না, যতক্ষণ না জনপদে শত্রু নির্মূল হয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর। আর আল্লাহ চান আখেরাত। আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(আনফাল ৮/৬৭)*।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ–

‘সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্ষেত্রে তোমার কোনই কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ হয় তাদের মাফ করবেন, নয় তাদের শাস্তি দিবেন। কারণ তারা অত্যাচারী’ *(আলে ইমরান ৩/১২৮)*।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন ছাহাবীর ভুল পদক্ষেপের বিবরণ তুলে ধরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে হাতেব বিন আবী বালতা‘আহ (রাঃ) কুরাইশ কাফেরদের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর মক্কা পানে যাত্রার কথা উল্লেখ করে কাফেরদের সতর্ক করেছিলেন। তার এভাবে চিঠি পাঠানো ছিল বড় ধরনের ভুল। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্র বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ–

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনো আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছ, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তারা তোমাদের প্রতিপালকের উপর তোমরা যে ঈমান এনেছ সেজন্য রাসূল এবং তোমাদেরকে (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিয়েছে। যদি (সত্যই) তোমরা আমার পথে জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাক, তাহ’লে কিভাবে তোমরা তাদের সাথে গোপনে গোপনে বন্ধুত্ব করতে পার? তোমরা যা গোপনে কর আর যা প্রকাশ্যে কর আমি তো তার সবটাই খুব